DEC. 08 2001

DEC. 08 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

আবু আহমেদ

ছাত্র রাজনীতি কি এতই অপরিহার্য

এই প্রথমবার একটা রাজনৈতিক সরকারের প্রধান প্রকাশ্যে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বললেন যে, প্রয়োজনে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে আইন করা হবে। এর আগে জেনারেল এরশাদ মাঠে-ময়দানে ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে অনেক বক্তব্য দিয়েছিলেন। তখনকার বিরোধী দলগুলো মনে করেছিল, জেনারেল এরশাদ নিজে গণরোষ এবং আন্দোলনের চাপ থেকে বাঁচতে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে চাইছেন। আসলে ছাত্র রাজনীতি বলতে কিছু থাকবে কি থাকবে না, সে সম্বন্ধে বক্তব্য অনেকটা অর্থবহ হবে যখন নির্বাচিত সরকারের প্রধান এ ব্যাপারে কোন বক্তব্য দেন। ছাত্র রাজনীতিও আমাদের দেশে অনেক পুরনো বিষয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাদের ছাত্ররা ইতিহাসের ঘটনাকে প্রভাবিত করতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, ওইসব আন্দোলন থেকে এক সময় ছাত্র রাজনীতি নামে একটা বিষয় আমাদের সমাজ ও শিক্ষা জীবনে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। এখন প্রায় সব রাজনৈতিক দলেরই একটা করে ছাত্র সংগঠন আছে এবং ওই সংগঠনের মাধ্যমে তারা ছাত্র রাজনীতি বলতে আজকে যা বুঝায় তা চালায়। বরং বলা চলে, রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠন তাদের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন যেমন কৃষক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন থেকেও শক্তিশালী। ছাত্র সংগঠনগুলো শক্তিশালী এই অর্থে যে, তারা অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক তৎপর এবং এমনকি তারা চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ডাকতে পারে। কিছু দিনের জন্য ওইগুলো বন্ধও করে দিতে পারে। পাকিস্তান আমলেও ছাত্র সংগঠন ছিল। তবে তখন ছাত্র রাজনীতি বলতে যা আজকে বুঝায়, তা ছিল না। তখনকার ছাত্ররা ভাষা ও স্বাধিকারের জন্য আন্দোলন করেছে সত্য, তবে রাজনীতি করত বলে শোনা যেত না। এখন চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন তাদের কাছে রাজনীতিই প্রাধান্য পেয়েছে। যে স্বাধীন দেশে ছাত্ররা লেখাপড়া করবে বলে ধরে নেয়া হয়, সে দেশে ছাত্র রাজনীতি নামে একটা রাজনীতি কিভাবে চালু থাকতে পারে সেটা অনেকের কাছে বোধগম্য নয়। ছাত্র রাজনীতিই যদি থাকে, তাহলে রাজনীতিবিদদের রাজনীতি কি? তাহলে কি সব পেশা-প্রতিষ্ঠানে এক একটা রাজনীতি থাকার কথা নয়? এতই রাজনীতি দেশে থাকলে সে দেশে পেশার পেশাদারিত্ব এবং ছাত্রদের ছাত্রত্ব বলতে কিছু থাকবে না। যেটা এখন আমরা সমাজে দেখতে পাচ্ছি। আজকের কথিত ছাত্র রাজনীতি শুধু গরিব ছাত্রছাত্রীরা যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পড়ে, ওইগুলোতে সীমাবদ্ধ। এই উপাদানটি যদি জনজীবনে এতই প্রয়োজনীয় হবে, তাহলে আমাদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে এটা নেই কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ওইসব রাজনীতিবিদের কাছে নেই, যারা ঐতিহ্য ও সংগ্রামের নামে আজও ছাত্র রাজনীতি চান। ওইসব রাজনীতিবিদের বক্তব্য হল, নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল ছাত্র রাজনীতি অবশ্যই থাকবে। কিন্তু জনগণ তাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে, নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল ছাত্র রাজনীতি বলতে কিছু নেই। এখন ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রধান কাজ হল, নিজেদের ক্যাডার ব্যবহার করে প্রথমে শিক্ষাঙ্গন দখল করা, পরে ওই দখলের ভিত্তিতে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য চেষ্টা চালানো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও কলেজের অধ্যক্ষকে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, মাসে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে হয়। বৈঠক না করে উপায় নেই। নইলে তারা সব অচল করে দেবে। একদিকে আমাদের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে এমন ছাত্র সংগঠনগুলোর একটা স্বীকৃতি আছে। অন্যদিকে এটা এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসের কালচারে পরিণত হয়েছে যে, ছাত্রনেতাদের একটা মর্যাদা দিতে হবে। তবে ওই মর্যাদা দেয়ারও একটা মূল্য আছে। সে মূল্য কি তা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করছে। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আজকে ছাত্র রাজনীতি নামের এই শিক্ষাবিনাশী বিষয়টির প্রতি অনেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। একটা ইতিবাচক দিক হল, বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রীও বোঝা গেল এ ব্যাপারে চিন্তিত। তার জাতির কাছে দেয়া এ ওয়াদাকে পূরণ করতে হবে। এটা ঠিক, বিএনপির রয়েছে বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা এ দেশের লাখ লাখ লোকের প্রাণের কথা। কিছু স্পষ্টবাদী রাজনীতিবিদের কাছে এই আহ্বান মোটেই ভাল লাগবে

> যারা বলেন, তারা ছাত্র রাজনীতি চান কিন্তু মারামারি আর চাঁদাবাজি চান না তারা হয় ভুলের মধ্যে আছেন অথবা শুধু নিজেদের স্বার্থটাকে বড় করে দেখেন। আর এটাও মিথ্যা যে, শুধু নিজেদের ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার-কর্মীরা ভাল, অন্য সংগঠনের নেতা-কর্মীরাই চাঁদাবাজ। সত্য হল, আজকে ছাত্র রাজনীতির নামে ক্যাম্পাসগুলো থেকে সমাজে যেন সন্ত্রাসের কালচার ছড়িয়ে পড়ছে।

না। তারা এর অপব্যাখ্যাও দেবেন। কিন্তু তাদের কথা শুনে দেশ চালানো যাবে না। এটা ঠিক, এই রাজনীতিকে বেআইনি ঘোষণা করলেও এই দেশে ছাত্র রাজনীতি বলে কিছু একটা থাকবে। তবে সেটা আর তখন স্বীকৃত বিষয় থাকবে না। ছাত্র সংগঠনের সমর্থন ছাড়াও আমাদের রাজনীতিতে রাজনীতিবিদদের যে প্রভাব আছে তা থাকবে। ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে তখন কোন রাজনৈতিক দলেরই ছাত্র সংগঠন বলে কিছু থাকবে না। থাকলেও আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত সংগঠন থাকবে না। ওই অবস্থায় সব রাজনৈতিক দলেরই একই অবস্থা হবে। সুতরাং বিরোধী দলে থাকলে ছাত্র রাজনীতি প্রয়োজন— এ বক্তব্য ঠিক নয়। বিএনপি'র বৃহত্তর ছাত্র সংগঠন থাকা সত্ত্বেও ১৯৯৬-এর নির্বাচনে ওই দল হেরেছিল। আজকে ছাত্র রাজনীতি বলতে কিছু না থাকলে সব রাজনৈতিক দলই একই সমতায় থেকে রাজনীতি করবে। যারা ছাত্র রাজনীতির পক্ষে বক্তব্য দেন, তাদেরকে সমাজে যে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি হচ্ছে এ ব্যাপারেও ব্যাখ্যা দিতে হবে। জনগণের একটা বিরাট অংশ এটা মনে করে যে সমাজে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির কালচার অনেকটা ছাত্র রাজনীতির সঙ্গেই যুক্ত। পৃথিবীতে আর ক'টা দেশ আছে, যেসব দেশে ছাত্র রাজনীতি বলতে কিছু একটা আছে? কেন গরিব দেশের গরিবের সন্তানদের ছাত্র রাজনীতির যাঁতাকলে ফেলে এমন পিছিয়ে রাখা হচ্ছে? যেসব তরুণ-প্রাণ প্রতি বছর ক্যাম্পাস ভায়োলেন্সের দরুন হারিয়ে যাচ্ছে, তাদের ব্যাপারে দায়ী কে? দেশের লোকেরা মনে করে, ছাত্র রাজনীতি না থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস অনেক কমে যেত। দেশে যদি ছাত্র রাজনীতি এতই জনপ্রিয় হবে, তাহলে একটার পর একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন নিজেদের ছাত্র রাজনীতিমুক্ত ঘোষণা করতে চাইছে?

এমন অনেক অভিভাবক আছেন যারা তাদের সন্তানদের ছাত্র রাজনীতিমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে চান। অনেকে আবার আর্থিক সঙ্গতি থাকলে তাদের ছেলেমেয়েদের ওইসব ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে পাঠাচ্ছেন। ওইগুলোতে যখন-তখন হরতালও হয় না, দল বেঁধে কেউ স্লোগানও দেয় না। আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তো ছাত্র রাজনীতির নামে কোন কিছু শোনাই যায় না। তাহলে ছাত্র রাজনীতির বিষয়টা কি শুধু গরিব ছাত্রছাত্রীরা যেখানে পড়ে, ওইগুলোতে চালু থাকবে? যেসব রাজনৈতিক নেতা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে এসে উচ্চস্বরে বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা শোনান, তাদের ছেলেমেয়েরা হয় বিদেশে পড়ছে অথবা স্বদেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। আজকে যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো চলছে না, সেটা মূলত দু'কারণে। এক, তথাকথিত ছাত্র রাজনীতির নামে পুরো ক্যাম্পাস কতিপয় সন্ত্রাসীর হাতে জিম্মি থাকে। দুই, শিক্ষক রাজনীতির নামে আর একটা উপদ্রব ক্যাম্পাসে শিক্ষার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতাকে অনেক হ্রাস করে দেয়। শিক্ষক রাজনীতি যদিও ক্যাম্পাসকে অচল করে দেয় না। তবুও এটা দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে অনেক বাধার সৃষ্টি করে। ওই কথিত শিক্ষক রাজনীতির মূল ভিত্তি হল আবার পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর ১৯৭৩ সালের অ্যাক্ট। ওই অ্যাক্ট এমন স্বায়ত্তশাসন দিয়েছে যা দায়িত্ব বণ্টন ও পালনের মৌলিক নীতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। আজকে অনেকেই একমত হয়েছেন যে, পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর কর্মদক্ষতা ও ওইগুলোতে যারা শিক্ষক ও কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করেন তাদের জবাবদিহিতা আদায়ের জন্য ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশে সংশোধন আনা প্রয়োজন। বর্তমান পদ্ধতি অতি আদর্শ মনে হবে। কারণ, এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসনকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু ওই আইনে জবাবদিহিতা আদায়ের ভাল ব্যবস্থা নেই। যাক, আমাদের মুখ্য বক্তব্য হল, ছাত্র রাজনীতি। জাতি সব ক্ষেত্রে রাজনীতি চালু করতে পারে না। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে রাজনীতি চালু করতে দিলে ওই রাজনীতি ব্যুরোক্রেট- পুলিশসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। তখন এমনও হতে পারে, ওইটা ছাত্র রাজনীতি হলে এটা হবে ব্যুরোক্রেট রাজনীতি। ছাত্র রাজনীতির নামে ছাত্রদের ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে ব্যুরোক্রেটদের থাকবে না কেন? শুধু ঐতিহ্যের কথা বলে ক্যাম্পাসকে অচল করে দেয়ার ক্ষমতা কিছু ব্যক্তির হাতে দেয়া হবে কিনা ভেবে দেখা দরকার। সুদূর অতীতে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যসহ অনেক শিক্ষক কথিত ছাত্রনেতাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। তারপরও বলতে হবে, ওই রাজনীতি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য এত জরুরি! যারা বলেন, তারা ছাত্র রাজনীতি চান কিন্তু মারামারি আর চাঁদাবাজি চান না তারা হয় ভুলের মধ্যে আছেন অথবা শুধু নিজেদের স্বার্থটাকে বড় করে দেখেন। আর এটাও মিথ্যা যে, শুধু নিজেদের ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার-কর্মীরা ভাল, অন্য সংগঠনের নেতা-কর্মীরাই চাঁদাবাজ। সত্য হল, আজকে ছাত্র রাজনীতির নামে ক্যাম্পাসগুলো থেকে সমাজে যেন সন্ত্রাসের কালচার ছড়িয়ে পড়ছে। এ রাজনীতিকে বন্ধ করতে হলে সরকারকেই শক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ ব্যাপারে আলাপ হতে পারে। তবে চার্চকে জিজ্ঞেস করে গির্জা ভাঙা যাবে না। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীনও ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে অনেক বক্তব্য দিয়েছিলেন। কিন্তু শোনার কেউ ছিল না। তখন যেভাবে ওই বক্তব্যের বিরোধিতা হয়েছিল, আজও অনেক নেতা ও তাদের প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করবেন। কিন্তু সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হলে দেশের মেজরিটি লোকের ভাবনাকে সামনে রেখে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, কিছু ব্যাপারে জাতি একমত হবে না ওইসব ব্যাপারের মধ্যে শিক্ষানীতি ও ছাত্র রাজনীতিও আছে। এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সরকারকে। আবার কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে সময়ক্ষেপণ করাও কোন দায়িত্বপূর্ণ সরকারের কাজ হতে পারে না। ছাত্র রাজনীতি ছাড়াও এ দেশে গণতন্ত্র চর্চা চলবে এবং ইলেকশন নির্বাচন ইত্যাদি হবে। শুধু গরিব ছাত্রদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা কোন সৎ রাজনীতিবিদের কাজ হতে পারে না।

আবু আহমেদ : *অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*